মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য —

সংজ্ঞা লেখ: বিলম্বিত (মধ্যম) লয় আশ্রিত, ধ্বনিঝঙ্কার; ৫ বা ৬ বা ৭ মাত্রার পূর্ণ পর্বে গঠিত যে ছন্দে রুদ্ধ অক্ষর মাত্রই দু মাত্রার, তাকে বলে মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনি-প্রধান বা কলাবৃত্ত ছন্দ।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ:

1) মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য — এর বিলম্বিত বা মধ্যম লয়, যেমন —

উদা ১

~~স্নিগ্ধ~~

১মন জর্জর জীর্ণ জীবনে ভারতের উঁকিঝুঁকি

পারেনা করতে সুখী।

কিংবা

উদা ২

নিরাবরণ বক্ষে তব নিরাভরণ দেহে

চিকন সোনা লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।

— পড়লেই বোঝা যায় এর চালটা স্বরবৃত্তের মতো দ্রুত নয় বা অক্ষরবৃত্তের মতো ধীর নয়, এ হল মাঝারি বা বিলম্বিত।

২) মাত্রাবৃত্তের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য — এর চরণের আদি থেকে শেষ পর্যন্ত একরকমের ~~ক~~ ধ্বনিঝঙ্কার অনুভব করা যায়। এই ধ্বনিঝঙ্কার কিন্তু অক্ষরবৃত্তের তান নয় বা স্বরবৃত্তের শ্বাসাঘাত নয়, এ হল প্রতিটি স্পষ্ট উচ্চারিত ধ্বনির বাজনা বাজানো — গুম্ গুম্ রব ওঠা ~~পাঠ~~ পাঠ মাত্রই ধ্বনির মোহ সৃষ্টি করে।

যেমন—

উদা ১ ~~গুম~~

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার

~~লঙ্ঘিতে~~

লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

কিংবা

উদা ২

ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন ~~বর্ণা~~ বর্ণা
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিক স্বর্ণে।
গিরি মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,

— পদ্যাংশ গুলি যেন বাজনা বাজাচ্ছে — শব্দের নৃত্যে ভরে যাচ্ছে কান, এই হল ধ্বনি গাম্ভীর্য — ধ্বনির ঝঙ্কার। এ ঝঙ্কার অন্য কোনো শ্রেণির ছন্দরীতিতে নেই।

৩) মাত্রাবৃত্তের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল — সরল মাত্রাগণনা পদ্ধতি, — মুক্ত অক্ষর = ১ মাত্রা, রুদ্ধ অক্ষর = 2 মাত্রা। যেমন —

উদা - ১

আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।

— পদ্যাংশটির দিম, হিং, তার, কেউ, হই; জন, দের, তুল, বই রুদ্ধ অক্ষর এবং এগুলি ২ মাত্রা করে, বাকি সব মুক্ত অক্ষর ১ মাত্রা করে। তেমনি:

উদা - ২

পঞ্চশরে দগ্ধ করে ভুল করেছো সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছো তারে ছড়ায়ে

বেহাই হৃত কৃষ্ণ ছায়া বিশ্বে দেহ বিন্যাসী

দিয়েছ শুধু বিশ্বের দর চরায়ে।

— পদ্যাংশটি শন্, দগ্, ভুল্, সন্, ;
টক; হাই, হৃত, কৃষ্, বিশ্, বিন্; য়ের্, দর্,
এই অক্ষর গুলি রুদ্ধ অক্ষর এবং এগুলি ২মাত্রা ধরে। বাকি সব মুক্ত অক্ষর ১মাত্রা ধরে।

৪) মাত্রাবৃত্তের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য —— সাধারনত এর পূর্ণ পর্ব হয় – ৫ বা ৬ বা ৭ মাত্রা।

৫ মাত্রার পূর্ণ পর্ব —

উদা -১

আবেরে বসায়া / আবেরে ছায়া / জলের পরে / রচিছে মায়া
৫+৫+৫+৫
দেহের যেন / দেহের ছায়া / করিছে পরিহাস।
৫+৫+৫+২

উদা-২

ডেকেছ আজি / এসেছি সাজি / হে মোর লীলা / গুরু
৫+৫+৫+২
শীতের রাতে / তোমার সাথে / কী খেলা হবে / গুরু।
৫+৫+৫+২

৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব —

উদা -১

প্রেম বলে কিছু / নাই
৬+২
চেতনা আমার / জড়ে মিশাইলে / সব সমাধান / নাই।
৬+৬+৬+২

উদা ২

যুগে যুগে লোক/ গিয়েছে এসেছে
দুঃখীরা কেঁদেছে / সুখীরা হেসেছে ৬+৬
প্রেমিক যে জন / ভালো সে বেসেছে ৬+৬
আজি আমাদেরই মতো। ৬+৬

৬ + ৩ ~~৬(৭) + ২~~

৭ মাত্রার পূর্ণ পর্ব —

উদা - ১

কেহ বা দেখে মুখ / কেহ বা দেহ ৭+৫
কেহ বা বলে ভালো / বলে না কেহ ৭+৫
ফুলের মালা গাছি / বিকাতে আসিয়াছি ৭+৭
পরখ করে সবে / করে না স্নেহ। ৭+৫

উদা - ২

গেরুয়া বাস পরি / ধর্মগুরু ৭+৫
শিখাতে গিয়েছিল / তোমার দেশে ৭+৫
আজ সে পাঁখিবারে / কমনীতি ৭+৫
তোমার দ্বারে হায় / ফিরে বেশে। ৭+৫

উপসংহার —

মধুসূদন, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ সকল আধুনিক কালের কবিদের অসংখ্য কবিতায় মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ পাই। তবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে বিচিত্র আঙ্গিকে সার্থক ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

সংজ্ঞা : চরণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা সুর 'তান'- যুক্ত, ধীর লয়- আশ্রিত, কোমল- ঝংকৃত সমন্বিত, আট বা দশ মাত্রার পূর্ণ পর্বে গঠিত, সনাতন বাংলা রীতির যে- ছন্দে একক ও ঝংকার-যুক্ত, রুদ্ধ অক্ষরই দু- মাত্রার, তাকে 'অক্ষরবৃত্ত' বা 'তান- প্রধান' বা 'মিশ্রকলাবৃত্ত' ছন্দ বলে।

বৈশিষ্ট্য :

১. অক্ষরবৃত্ত বা তান- প্রধান ছন্দের একটি প্রধান লক্ষণ, এর প্রতি চরণে, আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত, এক ধরনের একটানা সুর বা 'তান' স্পষ্ট অনুভূত হয়। কিন্তু এই 'তান' মাত্রা বৃত্তের 'ধ্বনিঝঙ্কার' নয়, স্বরবৃত্তের শ্বাসাঘাত তো নয়ই, এ হলো সেকেলে 'পুঁথি- পাঠের সুর'।

যেমন- "মহাভারতের কথা অমৃত সমান,
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

এটি সুর করে টেনে পড়ছি - ('–' হাইফেন চিহ্ন = সুরের বা তানের)

ম-হা-ভা-র-তে-র-ক-থা-। অ-মৃ-ত-স-মা-ন-।
কা-শী-রা-ম-দা-স-ক-হে-। শু-নে- পুণ্-ন্য- বা-ন-॥

• তান আরম্ভ হচ্ছে ১ম চরণ-এর আদি অক্ষর 'ম' তে — শেষ হচ্ছে শেষ অক্ষর 'ন' তে, আবার তান আরম্ভ হচ্ছে ২য় চরণের আদি অক্ষর 'কা' তে — শেষ হচ্ছে শেষ অক্ষর 'ন' তে, সঠিক হলে বোঝা যাবে, এই 'তান' মাত্রাবৃত্তে বা 'স্বরবৃত্তে' নেই,

২. অক্ষরবৃত্ত বা জটিল কলামাত্রিক ছন্দের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, এর লয় ধীর। এর পর্বগুলি বেশ বড়, বড় বড় পর্ব দ্রুত পড়া যায়না। পড়লে বাগযন্ত্রের কষ্ট হয় বা ঠিক মতো পড়া যায় না। তাই প্রাচীন কাল থেকেই এ ছন্দ অতি ধীরে ধীরে পড়া হয়েছে।

যেমন-১. রাখাল গরুর পাল নিয়ে যায় মাঠে,
শিশুগন দেয় মন নিজ নিজ পাঠে,

২. মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মতো চঞ্চল উদ্দাম,
মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম,

৩. অক্ষরবৃত্ত বা বিশিষ্ট তান প্রধান ছন্দের তৃতীয় লক্ষণ তার বিশিষ্ট মাত্রা গণনা পদ্ধতি, এছন্দে -

১. মুক্ত অক্ষর = ১ মাত্রা,
২. শব্দের আদি বা মধ্যস্থিত রুদ্ধ অক্ষর = ১ মাত্রা,
৩. শব্দের অন্ত্য বা শেষাংশের রুদ্ধ অক্ষর = ২ মাত্রা,
৪. একক রুদ্ধ অক্ষর = ২ মাত্রা,

মাত্রা গণনার এই রকম জটিলতা বা বিশিষ্টতা অন্য কোনো রীতির ছন্দে নেই, এজন্যেই এ ছন্দের নাম জটিল বা বিশিষ্ট কলামাত্রিক রীতির ছন্দ,

বর্ষে বর্ষে দলে দলে | আসে বিদ্যামঠতলে -৮+৮
চলে যায় তারা কলরবে -১০
কৈশোরের কিশলয় | পর্ণে পরিণত হয় -৮+৮
যৌবনের শ্যামল গৌরবে, -১০

এই কবিতায় শব্দের আদিস্থিত রুদ্ধ অক্ষর = 'বর্ষে'- এর 'বর্', 'বিদ্যার', 'বিদ্' তেমনি 'কৈ', 'পর্', 'যৌ', 'গৌ' - এগুলি এক মাত্রা, শব্দের অন্ত্যস্থিত রুদ্ধ অক্ষর = 'রের', 'লয়', 'নের', 'মল', - এগুলি দু-মাত্রা, এবং একক রুদ্ধ অক্ষর = 'যায়', 'হয়', এগুলি দু-মাত্রা, বাকি সব মুক্ত অক্ষর - ১ মাত্রা করে,

Notes

অন্ন চাই, প্রাণ চাই | আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু - ৮+১০

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য | আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু, - ৮+১০

পর্ব - ৮ বা ১০ মাত্রার
স্তবক - ২ চরণের,
চরণ - ১ বা ২ পর্বের
মিল - চরণান্তিক,
লয় - ধীর,
প্রকৃতি - অক্ষরবৃত্ত,
মাত্রাগণনারীতি - ↓

এখানে শব্দের আদিস্থিত রুদ্ধ অক্ষর = আন, স্বুক্, স্বাস্, উজ্- গুলি ১ মাত্রা, শব্দের মধ্যস্থিত রুদ্ধ অক্ষর = 'আনন্দ'-র 'নন্' এটি ১ মাত্রা করে, একাক রুদ্ধ অক্ষর = 'চাই', 'প্রাণ', 'বল'- এগুলি ২ মাত্রা, বাকি সব মুক্ত অক্ষর ১ মাত্রা করে।

৪. অক্ষরবৃত্তের চতুর্থ লক্ষণ, এর পূর্ণ পর্ব হবে ৮ বা ১০ মাত্রার।

উদাহরণ- ১

সে প্রেম পথের মধ্যে | পেতেছিল নিজ সিংহাসন - ৮+১০
তার বিলাসের সম্ভাষণ - ১০
পথের ধূলার মতো | জড়ায়ে ধরেছে তা পায়ে - ৮+১০
দিয়াছে তা ধূলায়ে ফিরায়ে, - ১০

পর্ব - ৮ বা ১০ মাত্রার,
চরণ - ১ বা ২ পর্বের,
স্তবক - চার চরণের,
মিল - চরণান্তিক,
প্রকৃতি - অক্ষরবৃত্ত,
লয় - ধীর,
মাত্রাগণনা - (ক) মুক্ত অক্ষর = ১ মাত্রা, (খ) শব্দের আদি বা মধ্যস্থিত রুদ্ধ অক্ষর = ১ মাত্রা, (গ) একাক ও শব্দান্তস্থিত রুদ্ধ অক্ষর = ২ মাত্রা,

২. এ কথা জানিতে তুমি | ভারত ঈশ্বর শাজাহান - ৮+১০
কালস্রোতে ভেসে যায় | জীবন যৌবন ধন মান। - ৮+১০

পর্ব - ৮ বা ১০ মাত্রার, চরণ - ২ বা ৩ পর্বের,
স্তবক - দুই চরণের, লয় - ধীর,
প্রকৃতি - অক্ষরবৃত্ত, মিল - চরণান্তিক,
মাত্রাগণনা - (আগের গুলোর মতো।)

উপসংহার :- অক্ষরবৃত্ত ছন্দ গদ্যের মতো সরল, একমাত্র এ-ছন্দেই সাধারণ কথা থেকে দীর্ঘ কাহিনী, তত্ত্বকথা, ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞানের তথ্য ইত্যাদি কাব্যাকারে প্রকাশ করা সম্ভব। প্রাচীন-মধ্যযুগের অধিকাংশ বাংলা কাব্য (মঙ্গল কাব্য, চৈতন্য-জীবনী, অনুবাদকাব্য, আরাকানের মুসলমানী সাহিত্য ইত্যাদি) এ-ছন্দেই রচিত। আধুনিক কালে এ ছন্দের উপর নির্ভর করেই 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ', 'গৈরিশ ছন্দ', কিছু 'মুক্তক' ও 'গদ্য কবিতার ছন্দ' সৃষ্টি হয়েছে। এই ছন্দে 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' পর্যন্ত সব-রকম কাব্য-কবিতাই রচিত। তাই অক্ষরবৃত্তই বাংলা-সনাতন কাব্য ছন্দ।

স্বরবৃত্ত ছন্দ

সংজ্ঞা - পর্বের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত যুক্ত, দ্রুত লয় আশ্রিত, সাধারণত চার মাত্রার পূর্ণ পর্বে গঠিত যে সুপ্রাচীন লৌকিক ছন্দে মুক্ত ও রুদ্ধ সকল অক্ষরই একমাত্রা রূপে বিবেচিত, তাকে বলে স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাত প্রধান বা দলবৃত্ত ছন্দ।

স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ —

1) স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্তের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সাধারণত পর্বের আদি অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাতে বা প্রশ্বাস পড়ে যেমন —

কে মেরেছে / কে ধরেছে / কে দিয়েছে / গাল
তাই ত খুকু / রাগ করেছে / ভাত খায়নি / ~~আই~~ কাল

(/ = পূর্ব বিভাগের চিহ্ন, মাথায় / = শ্বাসাঘাতের চিহ্ন)

উদাহরণ ২

বাঁশ বাগানের / মাথার উপর / চাঁদ উঠেছে / ওই
মাগো আমার / শোলোক বলা / কাজলা দিদি / কই

২) স্বরবৃত্তে বা দলবৃত্তের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য —
এর দ্রুত লয়, এর প্রতি পর্বে শ্বাসাঘাত পড়ে, পর্বগুলি ছোটো ছোটো হয়, তাই এই ছন্দ পাঠ করলে বাগযন্ত্র ক্ষিপ্র হয়, ফলে লয় হয় দ্রুত।

যেমন — উদা-১,
রাত পোহালো / ফর্সা হলো / ফুটলো কত,
ঝাঁপিয়ে পাখা / নীল পতাকা / জুটলো অলি / ফুল্ল

— পড়লেই বোঝা যায় এটি খুব তাড়াতাড়ি পড়া হচ্ছে

উদা ২

বাঁধ খুলে কয় / বুক ফুলিয়ে / গর্ব করি / নেকো,
কিন্তু তবু / সেথা আমার মেয়ে / সেথা স্মরণ / রেখো,
পড়লেই বোঝা যায়, এটি খুব তাড়াতাড়ি পড়া হচ্ছে,

৩) স্বরবৃত্তের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য —— এই ছন্দের অক্ষর মাত্রই একমাত্রা, অর্থাৎ মাত্রা গণনা পদ্ধতি হল
— ক) মুক্ত অক্ষর - ১ মাত্রা
খ) রুদ্ধ অক্ষর - ১ মাত্রা

পর্বে পর্বে শ্বাসাঘাত ও দ্রুত লয়ের জন্যই স্বরবৃত্ত রুদ্ধ অক্ষর হ্রস্ব রূপে উচ্চারিত হয়। তাই রুদ্ধ অক্ষর ১ মাত্রা।

যেমন —
উদা - ১

পক্ষীরাজের / খেয়াল হলে / ঘাস খাবে .
স্বর্গে কোথায় / ঘাস পাবে
অমনি সে / ইন্দ্ররাজার / সুখের দেশ
শূন্য করে / নিরুদ্দেশ

~~স্বরাক্ষরে~~

মুক্ত অক্ষরের চিহ্ন = '∪', রুদ্ধ অক্ষরের চিহ্ন = '—', সাধারণত মুক্ত অক্ষর একমাত্রা, রুদ্ধ অক্ষর দু মাত্রার হয় কিন্তু স্বরবৃত্তের নিয়মে রুদ্ধ অক্ষরও একমাত্রা, তাই, এগুলির প্রতিটির প্রকৃতি ১ মাত্রা, আর মুক্ত অক্ষরগুলি স্বাভাবিকভাবেই ১ মাত্রা,

উদা: 2

যৌবনেরই / পরশমণি / করাও তবে / স্পর্শ
দীপকতানে / উঠুক ধ্বনি / দীপ্ত প্রাণের / হর্ষ

4) স্বরবৃত্তের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, এর পূর্ণ পর্ব ৪ মাত্রা,
যেমন — উদা ১

কেমন করে / বীর ডুবুরি / সিন্ধু সেঁচে / মুক্তা আনে, ৪ + ৪ + ৪ + ৪
কেমন করে / দুঃসাহসী / চলছে উড়ে / স্বর্গপানে
৪ + ৪ + ৪ + ৪

প্রথম চরণ = ১ম পর্ব = কে-১, মন-১, কর-১, রে-১ মাত্রা
২য় পর্ব = বীর-১, ডু-১, বু-১, রি-১ মাত্রা,
৩য় পর্ব = সিন্-১, ধু-১, সেঁ-১, চে-১ মাত্রা,
৪র্থ পর্ব = মুক্-১, তা-১, আ-১, নে-১ মাত্রা,

এমনি করে দেখা যায় স্বরবৃত্তের প্রতিটি পূর্ণ পর্বের ৪টি করে মাত্রা আছে, যদি তার কম বা বেশি থাকে তবে তা ব্যতিক্রম।

উদা - 2

অহিরাবণ | মহীরাবণ | সকল রাবণ |, মরে ৪+৪+৪+2
রাবণ রাজার | বুকে যেন | মস্ত ভাঙন | ধরে ৪+৪+৪+2

উপসংহার : স্বরবৃত্ত প্রধানত ছড়াতে ছড়াজাতীয় কবিতা লেখার বিশেষ উপযোগী ছন্দ। এতে আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য। দীর্ঘ সিরিয়াস কবিতা লেখা যায় না। ~~সেকালে~~ সেকালে এ ছন্দে ছেলে ভুলানো ছড়া, ভাদুগান, টুসুগান, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, বিচিত্র লোকগীতি, ধাঁধা প্রভৃতি রচিত হয়েছিল।
একালে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিরা এছন্দে বহু অভিজাত কবিতা লিখেছেন।